[উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশের পর প্রথম চার বছর (মাঘ ১৩০৫ থেকে পৌষ ১৩০৯) সম্পাদক ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী। সম্পাদকীয় ছাড়াও লিখেছেন বহু মূল্যবান প্রবন্ধ, গ্রন্থসমালোচনা, প্রতিবেদন ইত্যাদি। চলিত ভাষায় স্বামীজীর রচনা প্রকাশের ফলে 'নিন্দার ঝড়' সামলাতে কয়েকটি সংখ্যায় তিনি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সমালোচনা' নামে যে-প্রবন্ধটি লেখেন, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে সেটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। 'আড্ডা' প্রবন্ধটি হালকা চালে লেখা হলেও তাঁর সমাজমনস্কতা, অন্তর্দৃষ্টি ও মননশীলতার পরিচায়ক। অনাথ আশ্রম ও জাতীয় উপকারিতা, জাতীয়ত্ববোধ, আনন্দময়ীর আগমন, বৈজ্ঞানিক, পরোপকারের দৃষ্টান্ত, রোবানের আজ্ঞাপালন, হিন্দুবিবাহ ও সার এডুইন আর্ণল্ড প্রভৃতি প্রতিটি প্রবন্ধই উন্মোচন করে দেয় পূজনীয় মহারাজের মানবপ্রেমিক হৃদয়, দেশপ্রেম, ইতিহাসচেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদী মনোভাব এবং মানবমনে শুভবোধ জাগানোর আকুলতাকে। মহারাজের প্রতিটি রচনা পুনঃপ্রকাশ করে পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছে করে। তা অসম্ভব, তাই আমরা নির্বাচন করেছি উদ্বোধন ২ বর্ষ ৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ঈশ্বর কি কেবল দয়াময়?' প্রবন্ধটি। উদ্বোধন শতবর্ষের সিডি-রম থেকে এটি সংগৃহীত। বানান অপরিবর্তিত।—সঃ]

ঈশ্বর কি কেবল দয়াময়?

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

—না; তিনি দয়াময়ও বটে, আবার নিষ্ঠুরও বটে। যেমন পুষ্পাদপি কোমল, তেমনই আবার তিনি বজ্রাদপি কঠিন। তাঁহার লীলা বুঝা ভার। তাই বুঝি, সাধক কমলাকান্ত গাইয়াছিলেন,—"কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী"। কখন তিনি অতি স্নেহময়ী জননী, আবার কখনও বা—অতি ভয়ঙ্করা কালকামিনী। তাঁহার রূপ অনন্ত; গুণও অনন্ত! কা'কে যে কখন কি ভাবে চালান, কি ভাবে কৃপা করেন, তা তিনিই জানেন; মনুষ্যের—মনুষ্যের কেন—দেবতাদিগেরও বুদ্ধির অগম্য। কখনও বা জগজ্জননী, মাতৃ-বেশে সন্তানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিনা প্রার্থনায় অদ্ভুত ও অলৌকিক স্নেহভরে কতই বিচরণ করেন, অতুলনীয় ভাবে কতই যত্ন করেন; সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া কতই পরমানন্দ প্রদান করেন। অপরদিকে আবার দেখুন—'স্যার জন লরেন্স' জাহাজ ডুবির সময়, ভূমিকম্পে 'চিরাপুঞ্জী'-পতনের সময়, ভাগলপুরে অকস্মাৎ ঘোগা-বন্যার সময়—সেই মায়ের কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! মৃত্যুকালীন কত লোকে নিজ নিজ প্রাণের তরে, কত পুত্র নিজ নিজ একমাত্র স্নেহময়ী জননীর জন্য, কতশত জননী ক্রোড়স্থ নিজ নিজ সন্তানের নিমিত্ত, কত অন্তরের সহিত,

কত কাতর প্রাণে জগদম্বাকে ডাকিয়াছিলেন, সে করুণ প্রার্থনা কি তাঁহার নিকট পৌঁছিল না? সে সকল কাতর ক্রন্দনের এক অংশও যে, কঠোর পাষণ্ড মানব-হৃদয়কেও দ্রব করিয়া দেয়, হিংস্র জন্তুরও অন্তরে স্নেহের সঞ্চার করে। কিন্তু, আশ্চর্য্য! এত হৃদয়ভেদী আর্তনাদ কি অসীম দয়াময় জগৎপাতার অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারিল না?

যদি কেহ বলেন,—"ইহাতে তাঁর অসীম দয়াময়ত্বে দোষ পড়ে না; তাহাদিগের কর্ম্মফলবশতঃ এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল, কর্ম্মফলবশতই তাহারা সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।" ইহার উত্তর স্বরূপ, রামপ্রসাদসেন গাইয়াছিলেন, "কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে, তবে কেন মা মা বলে মিছে মরি ডেকে"। যদি আমার কর্ম্মফল তিনি না খণ্ডন করিতে পারিলেন, যদি হৃদয়ের প্রবল অনুতাপ ও কাতর প্রার্থনা শুনিয়াও না অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, তবে আর তাঁর অসীম দয়াময় হইবার আবশ্যক কি? অমন একটু আধটু দয়া ত সামান্য জীবজন্তুরও থাকে।

যদি বলেন, তিনি কাহারও কাহারও প্রতি অসীম দয়াই প্রকাশ করিয়া থাকেন—তাহা হইলে যেমন উপস্থিত দেখিতে পাইতেছি—কাহারও কাহারও প্রতি আবার দয়া প্রকাশ নাও করিতে পারেন। তবে, তিনি পক্ষপাতী, তাঁর বিচার নাই।

যদি বলেন,—না; তিনি পক্ষপাতী হইতেই পারেন না, তিনি Stern Justice কঠোর বিচার কর্ত্তা; বিচারে যা হবে, তাই তিনি করেন, অর্থাৎ কেবল কর্ম্মফল দাতা।—কিন্তু, গীতাতে ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন, "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।" অর্থাৎ তিনি কাহারও কর্ম্ম বা কর্ত্তৃত্ব সৃজন করেন না, কর্ম্মফলের সংযোগও কাহারও প্রতি প্রয়োগ করেন না, কাহারও পাপ বা পুণ্যও গ্রহণ করেন না।

যদি বলেন, অন্যের পাপে তাহাদিগকে এইরূপ অভাবনীয় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল।—ভাল; স্যার জন লরেন্‌সে এত লোকের মধ্যে অনেক পুণ্যবানও ত ছিলেন, তাঁহাদের সম্মিলিত পুণ্যের জোরেও কি কেহই জীবন পাইল না? সকলেই ত জগন্নাথে যাইতেছিলেন, সকলেরই ভিতরে একটু পবিত্র ভাবের উদয় হইয়াছিলই, তা না হইলে আর, কেহ জগন্নাথে যায় না, তাহার উপর আবার, সেই মৃত্যুকালে প্রাণের দায়ে সকলেই যারপরনাই অন্তরের সহিত ঈশ্বরকে ডাকিয়াছিলেন। তাহাতেও এতলোকের সম্মিলিত পুণ্যের জোরে কি একজনেরও প্রাণ বাঁচিল না?

যদি বলেন, ভালই হইল, তাঁহারা জগন্নাথে যাইতেছিলেন, জগন্নাথ তাঁহাদিগকে একেবারেই টানিয়া লইলেন; তাঁহাদিগের ত সদ্‌গতিই হইল।—সদ্‌গতি কোথায় হইল? প্রাণে বাঁচিবার জন্যই ত ঈশ্বরকে এত ডাকিয়াছিল— ঈশ্বরের কাছে যাইবার জন্য নহে। তাহার উপর আবার, দম আটকাইয়া, জল খেয়ে জল খেয়ে মরিয়া গিয়াছিল; ইহা ত অপঘাতমৃত্যু! তাঁহাকে ডাকিয়া অবশেষে অপঘাতমৃত্যু?

যদি বলেন, উহাতে অপঘাতমৃত্যুর দোষ হয় না। অমৃতকুণ্ডেতে, সজ্ঞানেই পড়, আর অজ্ঞানেই পড়, স্বেচ্ছায়ই পড়, আর অনিচ্ছাই পড়, অমৃতকুণ্ডতে পড়িলেই অমর। মৃত্যুকালীন ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়াছিল ত বটে; সে ভগবৎ-স্মরণের ফল যাবে কোথায়?

—বেশকথা! কিন্তু অপরদিকে আবার দেখুন; স্যার জন লরেন্‌স, চিরাপুঞ্জী অথবা ঘোগাবন্যা প্রভৃতি দুর্ঘটনায় যাঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এমন অনেক আত্মীয় স্বজন অন্যত্র ছিলেন, যাঁহারা ঐ কারণে একেবারে নিরাশ্রয়, বা অনাথ অনাথা হইয়া গিয়াছেন, অথবা দারুণ শোক সম্বরণ করিতে না

পারিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; এমন আমাদের অনেক জানতঃ আছে।

জগদীশ্বর যে প্রায়ই এইরূপ করেন, তাহার একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিতেছি, এবং সেই ঘটনাটি সত্য।—

বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার।

কলিকাতা বাগবাজার রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে একটী অতি সৎলোক বাস করিতেন। নাম শ্রীমান শরচ্চন্দ্র সরকার; বয়স বোধ হয় ৩০'এর বেশী হইবে না। বাটীতে—মা, মাসী, দিদিমা, মাসতুতা ভাই ভগ্নী প্রভৃতি অনেক গুলি পরিবার। সকলেরই একমাত্র আশ্রয়—সেই শরৎ।... শরৎ যখন এক বৎসরের, তখন তাঁহার মা বিধবা হন। মা, নিজে না খাইয়া না পরিয়া কোনও রকমে অতি কষ্টে শরৎকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। শরৎ-অন্ত মায়ের প্রাণ। শরতের খাইতে একটু বেলা হইলে বা আফিস হইতে আসিতে একটু সন্ধ্যা হইলে, তাঁর মা যে, কি পর্য্যন্ত ব্যস্ত হন তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। আফিস হইতে আসিয়া সন্ধ্যা-আহারের পর প্রায়ই শরৎ পাড়ায় বাহির হন। মা, ঠিক সেই দরজার কাছে, ঠায় বসিয়া আছেন—তা রাত্রি ১১টাই বাজুক, ১২ টাই বাজুক, আর ১টাই বাজুক। যেই সদর দরজায় একটু আওয়াজ পাইলেন, মা অমনি আনন্দে দাঁড়িয়া উঠিলেন—''বাবা! এলি রে''? যদি ''বাবা''র সাড়া না পান, প্রদীপ লইয়া নামিয়া আসেন; দেখেন সদর দরজা যে ভেজানো সেই ভেজানই রহিয়াছে, (হয়ত ইঁদুর বিড়াল বা কুকুর দরজায় কোনও রকম আঘাত করিয়া গেছে, অথবা অন্য কোন আওয়াজকেই হয়ত ভ্রমে ঐরূপ শরতের আওয়াজ মনে করিয়াছেন;) দরজা খুলিয়া একটু খানি শুনিতে থাকেন—যদি বাবার 'ফটাং ফটাং' জুতোর আওয়াজ পান। কিছুই শুনিতে পাইলেন না। আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে আবার যাইয়া সেই উপরকার দরজার কাছে প্রদীপটি জ্বালিয়া বসিলেন। কেবল ছট ফট ছট ফট!—...

শরচ্চন্দ্র হয় ত,—কোথায় সৎসঙ্গ, কোথায় হরিনাম; কোথায় কার ব্যারাম হইয়াছে, সেবা করবার লোক নাই, তার খানিকটা সেবা করা; কোথায় বা কারো কেউ কোথাও নাই, তার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া, —কেবল এইরূপ করিয়াই বেড়াইতেছেন। শরচ্চন্দ্র যেই কাহারও বাটীতে যান, অমনি যেন তাঁ'রা যথার্থ আকাশের শরচ্চন্দ্রই হাত বাড়াইয়া পান; শরৎকে দেখে এমনিই তাঁহাদের হৃদয় প্রফুল্ল হয়; যেই হাসিতে হাসিতে শরচ্চন্দ্র আসিলেন, অমনি গোষ্ঠীশুদ্ধ লোকের—ফরমাজ বল, আবদার বল, যত কিছু বক্তব্য—সব শরতের নিকট, হইতে লাগিল। পাড়ার সকলেই শরৎকে যেন নিজেদের ছেলের চেয়েও বেশী দেখেন। শরতের মন অতি পবিত্র, হৃদয় অতি কোমল। সকলেরই, প্রাণ দিয়া শরৎ, উপকার করেন। পর বলিয়া কাহাকেও ভাবিতে পারেন না। 'পরের উপকার' বলিয়াও করেন না; নিতান্ত অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই সকলকার কার্য্য করেন। লোভ, দ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান, অসরলতা, বাড়িয়ে বলা, পরনিন্দা করা প্রভৃতি যে কাহাকে বলে, তাহার লেশ মাত্রও শরৎ জানেন না; সাধু সেবাই তাঁর ব্রত; বিশেষ, পরমহংসদেবের ভক্তদিকে অতিশয় ভালবাসেন, এবং রামকৃষ্ণ মিশনের একজন প্রধান পরিশ্রমী লোক। অধিকাংশ সময় রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যেই অতিবাহিত করেন।

নানা যায়গায় কায করিয়া, অনেকক্ষণ পরে শরৎ বাড়িতে আসিলেন। মা দূর থেকে 'ফটাং ফটাং' আওয়াজ পাইয়াই প্রদীপ লইয়া আসিতেছেন—সিঁড়িটার ভিতর বড় অন্ধকার, পাছে ''বাবা''র গায়ে ঠোক্কর লাগে বা পোকা মাকড় কামড়ায়।

''মা, তুমি এখনও জেগে!—ছি ছি ছি!! অসুখ করবে যে? ছেলে ছেলে ক'রে গেলে। অত মায়া কেন কর মা? দেখ দেখি, এতক্ষণ হরিনাম করলে না কেন?''...

শরৎ কলিকাতায় এক সওদাগরের আফিসে চাকরি করেন। সামান্য মাহিনা পান—মাসে ৪৫টী টাকা! বাড়িতে অতগুলি ত পরিবার খাইতে, তার উপর আবার অতিথি অভ্যাগত কুটুম্ব সাক্ষাৎ এসব প্রত্যহই প্রায় ২।৪ জন করিয়া লাগিয়া আছেই। গরীব গুরবো, সাধু শান্তকে [সন্তকে] মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ দান করাও আছে। সুতরাং, প্রতিমাসেই প্রায় কিছু কিছু দেনা হয়; ভ্রূক্ষেপই নাই; বলেন—''ঈশ্বর দেবেন একরকম ক'রে চালিয়ে''।...

শরতের, কাহারও সহিত, আত্ম-পর জ্ঞান নাই। আফিসে জলখাবার ও পান লইয়া যান,—একা খাইতে পারেন না; যথাসম্ভব সকলকে বণ্টন করিয়া দিয়া খাইতেন।... আফিসের একটী দরওয়ান অতি ভালমানুষ; একদিন সে, শরৎকে তার দুঃখের কাহিনী বলে। শরৎ সেই অবধি তাকে গরীব বলিয়া বড় ভালবাসেন। সেই দরওয়ান সম্প্রতি একটা তার নিজের মকদ্দমা উপলক্ষে অর্থাভাবে শরতের নিকট শরণাগত হইয়া পড়ে। শরতের নিকট কখনই কিছু অর্থ থাকে না। যখনই আসে তখনই সব খরচ হইয়া যায়। শরচ্চন্দ্র কি করেন তখন, নিজের বাটীর অলঙ্কার বন্ধক দিয়া তাহাকে টাকা আনিয়া দিলেন। আফিসের সেই সামান্য বেহারা হইতে বড়বাবু পর্য্যন্ত সকলেই শরতের এইরূপ অশেষ গুণে আকৃষ্ট।

বাল্যাবস্থায় শরচ্চন্দ্রের বিবাহ হয়। সন্তানাদির মধ্যে একটী মাত্র ৩ বৎসরের কন্যা। বধূটী আদর্শস্বরূপা এবং স্বামীর যথার্থ অনুরূপা।

মা, যেমন শরচ্চন্দ্রের জন্য ব্যস্ত হন, শরৎও তেমনি, মা কিসে সুখী থাকেন তাহার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেন।...

এক্ষণে কেবল ঈশ্বর আমাদের কেমন দয়াময়, তাহাই একটু খানি বলিব।

গত ২০শে চৈত্র, ২রা এপ্রেল সোমবার, প্রত্যুষে শরতের মা উঠিয়া শরতের জন্য আফিসের ভাত প্রস্তুত করিতে যাইবেন;—দেখেন শরৎ হঠাৎ ভীষণ বিসূচিকাক্রান্ত। পাড়াপ্রতিবাসী সকলেই ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই যেন মনে করিলেন নিজের ছেলেরই ব্যারাম হইয়াছে। সকলকারই কিন্তু ধ্রুব ধারণা হইল যে, হাজার ব্যারাম হউক, যে শরৎ এত লোকের প্রাণসম, সে শরতের কখন আয়ুরবসান হওয়া সম্ভব নয়। ভিতর ভিতর ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বাহিরে বৃদ্ধির বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখা যায় নাই। বিসূচিকা যন্ত্রণায় যে, অত্যন্ত অধীর হওয়া, তাহা শরচ্চন্দ্র হন নাই।

সকলেই প্রাণ খুলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, শরচ্চন্দ্রের যাতে প্রাণ রক্ষা হয়, আহা! যাতে এতগুলি লোক না একেবারে পথে বসে! সকলিই বিফল হইল।—পাড়াশুদ্ধ লোকের প্রার্থনা বিফল; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধু-শান্ত [সন্ত], সকলকারই প্রার্থনা বিফল; অমন পতিগতপ্রাণা বালিকা বধূরও প্রার্থনা বিফল; যার বাড়া নাই সেই স্নেহময়ী গর্ভধারিণী জননীরও প্রার্থনা বিফল হইল! বেলা ৪ ঘটিকার সময়, দয়াময় শরৎকে সকলকার নিকট হইতে ছিনিয়া লইলেন। তাঁহার নিকট সকলে কত মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন, যদি শরৎকে ফিরাইয়া দেন, যদি শরৎ আবার জাগিয়া উঠে। কান্না রোল উঠিল বটে, তখনও কাহারও পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই যে, শরৎ একেবারে গিয়াছে; হয় ত, এখনই নড়িয়া চড়িয়া উঠিবে।

পরে, যখন বাড়ি হইতে শব বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া হইল, তখন মা বুঝিলেন তাঁর ''বাবা'' একেবারে চলিল; বালিকা-বধূ বুঝিলেন পতিহীনা হইলেন; পাড়াতেও অনেকের বাড়ি কান্না পড়িয়া গেল, সকলেই জানিলেন—তাঁরা এক পরম প্রিয়বন্ধু বিহীন হইলেন। শরচ্চন্দ্রের বাটী মহা শ্মশানের অপেক্ষাও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল; সে বাটীতে আর শরচ্চন্দ্র নাই—চতুর্দ্দিক যেন ভয়ঙ্কর প্রলয় অন্ধকারে আবৃত হইল। এক

শরচ্চন্দ্র বিহীনে বাটী শুদ্ধ অতগুলি লোক আজ অনাথ অনাথা! বিশেষ শরচ্চন্দ্রের বালিকা, বধূ ও গর্ভধারিণী একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন; ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইল! মায়ের ঐ এক মাত্র সন্তান, দয়াময়ের দৃষ্টি সেইটীরই উপর পড়িল!! অনেক অন্ধের, অনেক অনাথ অনাথার, ঐ একমাত্র যষ্টি ছিল, অসীম দয়াময় সেইটী ভগ্ন করিয়া দিলেন!!!

এই ত চক্ষুর উপর একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইলাম; অন্বেষণ করিলে এ রূপ অনেক পাওয়া যায়। ঈশ্বর যেন খুঁজিয়া বেড়ান—কোথায় কার বাটীতে ''সবে ঘরে ধন নীলমণি'' আছে, কোথায় কার বিহীনে অনেকগুলি প্রাণীকে পথে বসিতে হয়, কোথায় কার মর্ম্ম-স্থান, কোথায় কাকে মারিলে এক ঢিলে অনেক পক্ষী মরে,—এইরূপ স্থলেই কৃপাময় আগে কৃপা করেন!

ঈশ্বরের এ সকল কার্য্য ত দয়ার কার্য্য বলিয়া বোধ হইল না। অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে হয় ত হইতে পারে—দয়ার কার্য্য; কিন্তু সে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ত সামান্য মানবে সম্ভবে না। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—ত্রিকালজ্ঞ না হইতে পারিলে আর এ রূপ সূক্ষ্ম-দৃষ্টি কেমন করিয়া লাভ করা যাইতে পারে বলুন?

যদি বলেন, ঈশ্বরকে চিরকাল দয়াময় বলিয়া আসিতেছি, আজ নিষ্ঠুর বলি কেমন ক'রে? পরন্তু যদি তিনি নিষ্ঠুর হন, তা হইলে ত তাঁর কাছে প্রার্থনা করা বৃথা! ঈশ্বরের আরাধনা করারই বা ফল কি?

—ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিলে যদি আপনার প্রাণে লাগে, সে ত খুব ভাল কথা, সে ত ভালবাসার কথা—ঈশ্বরের প্রতি খুব ভক্তির কথা; কিন্তু প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে, বা কেহ কষ্ট পাইতেছে দেখিলে, তাঁহার উপর অভিমান বা দোষারোপ কেহ যেন না করেন। আর দেখুন, সাধন ভজন করা, ঈশ্বরকে ডাকা, তাঁর নাম লওয়া—এ সমস্ত অতি নিষ্কামভাবেই করা উচিত। কোনও রকম কামনার সহিত এ সকল করা উচিত নহে। গাজিপুরের 'পওয়াহারী বাবা' বলিতেন—''যন্ সাধন, তন্ সিদ্ধি—যেই সাধন সেই সিদ্ধি।'' তবে কি জানেন, মানুষের মন বড়ই দুর্ব্বল; বিশেষ, সাধন ভজনের প্রথম অবস্থায় সকাম প্রার্থনা না করিয়া লোকে থাকিতে পারে না। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিবেন না—এরূপ ধারণা থাকিলে, তাঁকে ডাকতেও ইচ্ছা হয় না বটে; কিন্তু প্রকৃত ভক্ত যিনি, তিনি কি করেন?—তিনি প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁকে না ডাকিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁকে না স্মরণ করিয়া থাকিতে পারেন না,—তাই করেন। প্রকৃত ভক্তের ঈশ্বর ছাড়া আর কেহই নাই, তাই আপদে বিপদে সম্পদে—যা কিছু বলবার, সবই ঈশ্বরের নিকটেই বলেন; বলিতে হয় বলিয়া বলেন; বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করিয়া বলেন না। তিনি জানেন—ঈশ্বর সবই হইতে পারেন, তাঁতে সকলই সম্ভব; তিনি দয়াময় হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেন, প্রহ্লাদকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন বটে; আবার নিষ্ঠুর হইয়াও সীতাকে গর্ভাবস্থায় বনবাসে পাঠান; শ্রীমতীকে একশত বৎসর ব্যাপিয়া বিরহানলে দগ্ধ করান, আবার, দোষগুণশূন্য হইয়া, দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিত হইয়া, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্বরূপে জ্ঞানীগণেরও উপাস্য হন। তিনি, লোকের নিকট, নিজেকে কখন অতি সূক্ষ্ম বিচারবান বা অসীম বুদ্ধিমানের মত দেখান; আবার কখনও বা অতি বালকের মত বা উন্মাদের মতও দেখান। তাঁর কার্য্যের ''কেন'' বা কারণ জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তবে হ্যাঁ,—যদি কখনও তাঁর মত অসীম বুদ্ধিমান হওয়া যায়, তা হ'লে তাঁর কার্য্যপ্রণালীর তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে; তা না হ'লে এই এক ছটাক মলিন বুদ্ধি লইয়া, সেই অনন্তের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা বাতুলতা। এই সামান্য মানবীয় চক্ষুতে যা দেখি, তাতে ত বোধ হয়, তিনি দয়াময়ও বটে, আবার নিষ্ঠুরও বটে।

যদি আপনি তবুও বলেন, তিনি দয়াময় ছাড়া হতেই পারেন না। সীতাকে যে বনবাস দিয়াছিলেন, এবং

শ্রীমতীকে যে বিরহদগ্ধ করিয়াছিলেন, সে সকল কেবল তাঁহাদিগের পূর্ব্বশাপ ছিল বলিয়া। আর, স্যার জন লরেন্‌স প্রভৃতি সম্বন্ধে এই যে, তাহাদিগের পরকালে তিনি মঙ্গল করিবেন। আমরা তাঁর নির্ব্বোধ ছেলে—ভাল মন্দ, ভূত ভবিষ্যৎ ইত্যাদির ত জ্ঞান তত নাই। হয় ত অতি সুখকর বোধে কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিলাম; সে বিষয়টা কিন্তু ভবিষ্যতে অতি অমঙ্গলজনক, আমরা তা জানি না। ঈশ্বর পরম দয়াল সর্ব্বজ্ঞ; তিনি আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না; আমরা বলিলাম ঈশ্বর নিষ্ঠুর। ছেলের বিকার রোগ হইয়াছে; এখন দধি রম্ভাদি খাইবার জন্য পিতার নিকট অতিশয় কাতর প্রার্থনা করিলেও কি পিতা সে প্রার্থনা রক্ষা করিবেন, না—সে জন্য পিতাকে নিষ্ঠুর বলিব?

—উত্তরে, ঠিক বিপরীতই বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরের কোনও কার্য্যই দয়ার নহে; গোড়াতেই ত এক কথা—তিনি এই মায়াময় জগতের সৃষ্টি করিলেন কেন? জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া সুখদুঃখে এত উৎপীড়িত করেন কেন? লীলাময় ত লীলা করিতেছেন; আর, যাদের লইয়া লীলা করিতেছেন, তাদের প্রাণ যে যায়! আর যদিও বা লীলা করিবার এতই সাধ থাকে তিনি ত সর্ব্বশক্তিমান,—এমন একটা কৌশল সৃষ্টি করিতে কি পারিলেন না, যাতে তাঁর লীলাও বেশ চলে, আর আমাদেরও প্রাণবধ হয় না? আর, পরকালের মঙ্গল সম্বন্ধে?—তখনকার কথা তখন। মনে করুন,—বৈদ্যনাথ, এখান হইতে অতি সামান্য দূর; এই সামান্য দূর বৈদ্যনাথে যাইলেই যখন, ভাষা আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমস্তই আর একরকম দেখিতে পাই, তখন এক জন্ম দূরের রাস্তা তফাতে পরলোক নামক এক সম্পূর্ণ নূতন ও আশ্চর্য্য স্থানে যাইলে, হয় ত, চিন্তা-প্রণালী পর্য্যন্তরও সম্পূর্ণ ভিন্নতা সংঘটন হইতে পারে। সেই পরলোকে যাইলে হয় ত 'দয়াময়' 'নিষ্ঠুর' প্রভৃতি ভাব না'ও থাকিতে পারে; তখন হয় ত আর এক রকম মন, আর এক রকম বুদ্ধি, আর এক রকম চিন্তাপ্রণালীর উদ্ভব হইতে পারে। তাহাও, যদি তখন তাঁহাকে দয়াময় বলিতে হয়, তখন বলিব। আপাততঃ এখন যেমন দেখিব, তেমনই বলিব; দয়াময়ের কার্য্য দেখি, দয়াময় বলিব; নিষ্ঠুরের কার্য্য দেখি—নিষ্ঠুর বলিব।

আচ্ছা বেশ,... তিনি যদি অসীম দয়াময় এবং সর্ব্বশক্তিমান; তিনি আর, এখানে সেখানে—ইহকালে ও পরকালে—দুই জায়গায়ই কি দয়াময়ত্ব প্রকাশ করিতে পারিলেন না? এক জায়গায় দুঃখ দিতেছেন—আর এক জায়গায় সুখ দিবেন বলিয়া; কেন?—দু জায়গায়ই না হয় সুখ দিলেন; তা না হইলে তিনি দয়াময় কিসের? কি দেখে তাঁকে কেবল 'অসীম দয়াময়' বলব?

লোকে এতো দয়াময় দয়াময় বলে কেন জান?—ভক্তি চটিয়া যাইবে ব'লে। নিষ্ঠুর বলিলে আর তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হইবে কেন? সুতরাং—তিনি নিষ্ঠুর হইলেও তাঁকে 'দয়াময়' মানিয়া লইতে হইবে; 'আহা মরি, আহা মরি, তিনি কি সুন্দর!'—ইত্যাদি রূপ না মানিয়া লইলে ভক্তি আসিবে কেন?—মন ছোট হইয়া যাইবে; আর, ঠাকুরও উড়িয়া যাইবে। ঠাকুরকে নিজেদের মনমত গড়িয়া লইতে হইবে কি না, তা না হ'লে, মন বসিবে কেন? তাই দেখিতে পান না—পশ্চিমী ও দক্ষিণী কৃষ্ণ বা কালী এক রকম; আর বাঙ্গালী-কৃষ্ণ বা কালী আর এক রকম? ঠাকুরকে ডাকবার প্রথাও অনেক অংশে ভিন্ন ভিন্ন রকম। কিন্তু বস্তুতঃ ঠাকুর সব জায়গায়ই এক; ঠাকুরের নিকট সব ভাষা বা সব প্রথাই এক।

তবে কি, তিনি যে—'অসীম দয়াময়' এ কথা কি মিথ্যা?

কেন? মিথ্যা হ'তে যাবে কেন? বালাই!... তিনি যেমন অসীম দয়াময় হইতে পারেন, তেমনি আবার তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুরও হইতে পারেন;—তাঁর ইচ্ছা। তিনি ত আমাদের মনের মত বা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী

চলিবেন না। তাঁর ছাগল, যদি তিনি ল্যাজের দিকে কাটেন;—সে, তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ঐশ্বরিক কার্য্য কলাপ, তাঁর সে অলৌকিক দেব চরিত্র, আমরা ক্ষুদ্র মানব,—কি রূপে বুঝিব?—বুঝিতে যাওয়াও যে blasphemy ব্ল্যাসফেমী—মহা অপরাধ বা অত্যন্ত বাতুলতা।

আমাদের ভক্তি যেন তাঁর কার্য্যের উপর, গুণের উপর, বা রূপের উপর তত নির্ভর না করে। ভক্তি যেন অহেতুকীই হয়। তিনি দয়াময় হইলেই যে, ভক্তি বাড়িবে; আর, তিনি নিষ্ঠুর হইলে বা প্রার্থনা না শুনিলেই যে, ভক্তি উড়িয়া যাইবে—সেটা বড় খারাপ। তবে হ্যাঁ—প্রবর্ত্তকের পক্ষে, বা প্রথম অবস্থায়, ঐ রূপ সকাম ভক্তি মন্দ নয়।

এ, মানুষ বুঝে না যে, ঠাকুরকে দয়াময় বল, নিষ্ঠুরই বল, আর যা'ই বল,—তাতে তত ক্ষতি হইতেছে না, যত ক্ষতি হয় তাঁকে না ডাকিলে পরে। তাঁকে ডাকা চাই,—তা, নিষ্ঠুর বলেই ডাকুন; আর দয়াময়ই বলে ডাকুন। তিনি যাই হউন, আমার সে খবর জানবার আবশ্যক নাই; জেনেও শেষ করিতে পারা যায় না; আর, জেনেই বা এমন কি ফল? আমার আঁব খাবার আবশ্যক, আঁব খেতে পেলেই হইল। আঁবের কৃষিতত্ত্ব, আঁবের আমদানী তত্ত্ব প্রভৃতি অত তত্ত্বাতত্ত্ব তলিয়া বুঝিতে যাইবার দরকার? আমাদের ডোবায় অল্প জল; পিপাসা পাইয়া থাকে, উপর উপর থেকে লইয়া জল খান; বেশী ঘোলাইতে গেলে যে, পাঁক উঠিয়া পড়িবে। আমাদের মন অতি ছোট, বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র; এ মনবুদ্ধিকে বেশী খোঁচা খুঁচি করিতে গেলে খিচড়ে যাইবে।

আমার ঈশ্বর কি রকম জানেন? এক। দুই দুই নাই; ব্যভিচার নাই। আমি এক জনকে ডাকি; সেই এক জনকেই লইয়া থাকি, সেই এক জনকেই ভয় করি, সেই এক জনকেই ভালবাসি। খেতে, শুতে, বেড়াতে—সেই একই জন। যা শুনি বা দেখি সবই আমার সেই একই ঈশ্বর। আমার ঈশ্বর অমন ছোট খাট নয় যে, একটু চল বেচল হইলেই আমার কাছ থেকে ফস ক'রে উড়ে যাবে। আমার ঈশ্বর কূপমণ্ডূকের ঈশ্বর নয়। মুশলমানের যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর; খ্রিষ্টানেরও যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর, হিন্দুরও যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর; শাক্ত বৈষ্ণব বা বেদান্তীরও যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর। ঋষি তপস্যা দ্বারা সমাধিস্থ হইতেছেন—সেও ঈশ্বরের কার্য্য, জীব বাসনার দ্বারা বদ্ধ হইতেছেন, সেও সেই ঈশ্বরের কার্য্য; পুণ্যাত্মা পুণ্য করিতেছেন পাপাত্মা পাপাচরণ করিতেছেন—সেই ঈশ্বরেরই শক্তিতে। তিনি একরূপে চোর হ'য়ে চুরি করিতেছেন; আবার সেই তিনিই আর এক রূপে জজ হয়ে শাস্তি দিতেছেন। যে যা করিতেছে, সবই ঈশ্বরের কার্য্য। গাছের পাতাটা নড়িতেছে—সেও সেই ঈশ্বরের কার্য্য। দয়া করাও ঈশ্বরের কার্য্য, নিষ্ঠুর হওয়াও ঈশ্বরের কার্য্য।

আজ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম; দেখিলাম একটী বিড়াল ছানাকে কা'রা রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিল—দিন দুই তিন হয় ত খেতে পায় নাই—অতি কাতর ও মৃদুস্বরে মিউ মিউ করিতে করিতে এক জনদের বাটীতে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে উঠিতে যাইতেছিল; বোধ হয় মনে ক'রেছিল বাটীতে আশ্রয় লইলে নিরাপদ হইবে। বাটীর দরজাটী রাস্তা হইতে একটু উচু; ক্ষুধাতে এমন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোনও মতে দরজার উপর উঠিতে পারিতেছিল না—যেই উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল, আর অমনি নীচে পড়িয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে একটী বালক হঠাৎ দৌড়িয়া আসিয়া বাচ্ছাটার ঘাড় ধ'রে, সেই রাস্তার মাঝখানে, ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল; অমনি একখানি গাড়ি আসিয়া তার উপর দিয়া চলিয়া গেল। বাচ্ছাটী দুই আধখানা হইল।

জগতে যাবতীয় প্রাণীবিভাগেই এরূপ অহোরাত্র কতই না জানি ঘটিতেছে। এ সকল কি ঈশ্বরের কার্য্য নয়?

আবার ইহাও শুনিয়াছি,—একদা বিদ্যাসাগর মহাশয় পদব্রজে যাইতে ছিলেন; পথিমধ্যে দেখেন, একটী নীচবংশোদ্ভবা অস্পৃশ্যা গরীব স্ত্রীলোক বিসূচিকারোগাক্রান্তা হইয়া বিষ্ঠাক্তকলেবরে ফুটপাথের নীচে পড়ে ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় না কি দেখিয়াই স্বহস্তে স্ত্রীলোকটীকে, তৎক্ষণাৎ গাত্র হইতে বিষ্ঠাদি ধৌত করিয়া চিকিৎসার্থ ও তাহার প্রাণরক্ষার্থ নীজের বাটীতে লইয়া যাইলেন। ছেলেবেলায়, অনেকে বহিতে পড়িয়া থাকিবেন,—এক প্রভুভক্ত ভৃত্য কেমন, প্রভু ও তাঁহার পরিবারবর্গকে ব্যাঘ্রমুখ হইতে বাঁচাইবার জন্য, নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল! এসকলও কি ঈশ্বরের কার্য্য নহে?

যদি বলেন, এ সকল ঘটনা অথবা স্যার জন লরেন্সের ঘটনা প্রভৃতি অদৃষ্টের লিখন। অদৃষ্ট কি?—সেই ভগবান ছাড়া আর কিছুই নহে।

যদি বলেন,—''আমরা যে, ঈশ্বরকে কেবল দয়াময়ই বলি; নিষ্ঠুর বলিতে ইচ্ছা করি না''—সেও কি ঈশ্বরের কার্য্য নহে? আপনি ইহা খণ্ডন করেন কি হিসাবে? আপনি ত বলিলেন যে, সবই ঈশ্বরের কার্য্য; তা হ'লে, আমরা যে, ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিতে ইচ্ছা করি না— ''কেবল দয়াময়ই'' বলি;—সেও ঈশ্বরের কার্য্য। সে ঈশ্বরের কার্য্য বটে; কিন্ত সে কথা মানবের চরম অবস্থার কথা। যখন একেবারে ভেদাভেদ জ্ঞান না থাকে, যখন যথার্থই সর্ব্বভূতে প্রত্যক্ষভাবে জ্বলন্ত ঈশ্বর দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মানব এই রূপ জ্ঞান লাভ করে। যতক্ষণ, বলা কওয়া, লেখা পড়া, তুমি আমি প্রভৃতির ভিতরে থাকা যায়, ততক্ষণ ও সকল কথা বলিলে নিতান্ত 'শুনে বলার' ন্যায় অনধিকার চর্চ্চা হয়, অথবা 'তর্কের খাতিরের' ন্যায় হইয়া পড়ে; এবং ভালমন্দ বিচার করা চলে না। দ্বৈত জগতের মধ্যে যে সকল কথা বা ভাব বা অবস্থা আমরা কার্যক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিব, সেই সকলের সীমার বাহিরে চর্চ্চা করিলে অনধিকার চর্চ্চা হয়। পরন্তু, আপনি যে রূপ তর্ক তুলিতেছেন, তাহাতে অনবস্থা দোষ (Fallacy of never-ending) আসিয়া পড়ে। এরূপ তর্কে উপপাদ্য ও উপপাদকের বিরাম নাই, সুতরাং সিদ্ধান্তও হইতে পারে না। আপনি বলিবেন, আপনি যাহা বলিতেছেন—ঈশ্বরের কার্য্য; আমিও বলিব, আমি যাহা বলিতেছি, তাহাও ঈশ্বরের কার্য্য; তাহার উপর আপনিও বলিবেন, আপনি যাহা বলিতেছেন—ঈশ্বরের কার্য্য; আবার আমিও ঐ রূপ বলিব। এইরূপে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

সাধক, সিদ্ধ মহাপুরুষ, শাস্ত্র, সকলেই বলেন এবং পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বেশ বোধগম্য হয়,—ঈশ্বর লীলাময় : তিনি দয়াময়ও বটে, তিনি নিষ্ঠুরও বটে; আবার তিনি এই দুয়ের অতীত নির্গুণও বটে। তাঁতে সকলেই সম্ভব কি না—তিনি অনন্ত কি না, সবই হইতে পারেন। তাঁর অন্ত নাই, শেষ নাই। তাঁর 'ইতি' নাই।

''অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥''

তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম; আবার, স্থূল হইতেও স্থূল। প্রাণিগণের হৃদয়েই তিনি আছেন। যিনি নিষ্কাম, যাঁহার শোক নাই, তিনিই মনের প্রসন্নতাহেতু—সেই আত্মার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন।

''আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তন্মদামদন্দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥''

হৃদয়ে থাকিয়াও অবাঙ্মনসোগোচর, নিষ্ক্রিয় হইয়াও ক্রিয়াবান,—এরূপ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন তাঁহাকে, কে শীঘ্র জানিতে পারে?